টো । কি । ও

পছন্দের পেশা

আমাদের দেশের মতো কথায় কথায় বড় হলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় না জাপানিজ বাচ্চারা...

জাপান থেকে লিখেছেন **রাহমান মনি**

বাংলাদেশে বাচ্চাদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও?' বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উত্তর পাওয়া যায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট কিংবা শিক্ষক। কিন্তু বড় হওয়ার পর দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা সফল হয় না বা হতে পারে না বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে। তবে হ্যাঁ, একটি মাত্র পেশাই পারে বাংলাদেশী বাচ্চাদের সব স্বপ্ন পূরণ করতে তা হলো অভিনয়। অভিনেতা হলেই কেবল সবার ইচ্ছা পূরণ করা যায়। কারণ একজন অভিনেতা তার জীবনে কখনো ডাক্তার কখনো ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট, আইনজীবী কিংবা একজন সৎ শিক্ষক ইত্যাদি সব ধরনের চরিত্রেই অভিনয় করে থাকেন। আর বাংলাদেশে বিভিন্ন চ্যানেল এবং প্যাকেজ অনুষ্ঠান এই সুযোগকে আরো হাতের কাছে এনে দিয়েছে। কিন্তু জাপানিজ বাচ্চাদের বেলায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। নিজের দুটি বাচ্চা থাকাতে এবং ওদের মা নেই বলে স্কুল এবং কিন্ডার গার্টেন/ডে-কেয়ার-এর সমাপনী অনুষ্ঠানসহ সবখানেই আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়।

এমনি করে বেশ কয়েকটি সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বাচ্চাদের সনদ দেওয়ার পর যখন তাদের অনুভূতি এবং ভবিষ্যতে কি হতে চাও বলতে বলা হয় তখন মেয়েদের মধ্যে ৮০%-এরও বেশির ভাগ মেয়ে ভবিষ্যতে নার্সিং পেশাকে বেছে নিতে চায়, তাদের চোখে এটাই মহান পেশা। যদিও আমাদের দেশে এই পেশাকে মহান পেশা হিসেবে মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা এখনও তৈরি হয়নি। কারণ অনেকেই মনে করেন যাদের কোনো গতি নেই তারাই নাকি নার্স হয়। কি অকাট্য যুক্তি! আর ছেলেদের মধ্যে অধিকাংশই হতে চায় ট্রেন চালক। ট্রেন চালনার প্রতি জাপানিজ বাচ্চাদের দুর্বলতা আছে। আমাদের দেশে মাথার স্ক্রু ঢিলা হলে যেমন রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক সাজে, তেমনি অনেক প্রতিবন্ধী জাপানিজদের দেখেছি কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে ট্রেন চালকের অভিনয় করে অথবা ট্রেনের ঘোষণা দেয়।

মাঝে স্যুট পরিহিত অন্যান্য জাপানীদের সাথে আশিক

কিছু কিছু ছেলে বড় হয়ে খেলনার দোকানের মালিক হতে চায়। আমাদের দেশে কিছু বাচ্চা আছে তারা বড় হলে মিষ্টির দোকানের মালিক হতে চায় বলে জানায়। হাতে গোনা কয়েকজন বড় হয়ে আইনজীবী হতে চায়।

প্যা । রি । স

দু'বাংলার প্রবাসীদের নববর্ষ উদ্‌যাপন

প্রবাসী বাঙালিরা বেশ আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলা শুভ নববর্ষ ১৪০৯ উদ্‌যাপন করে। উপস্থিতির মধ্যে প্রায় সমানে সমানে নারী-পুরুষের সমাগম হয়। অনুষ্ঠানে কয়েক জোড়া ফরাসি দম্পতিও যোগ দেয়

গত ২৮ এপ্রিল প্যারিস শহরের অদূরে Centre Cultureile Paul Bailiart এতে দু'বাংলার প্রবীণ-নবীন প্রবাসী বাঙালিরা বেশ আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলা শুভ নববর্ষ ১৪০৯ উদ্‌যাপন করে। উপস্থিতির মধ্যে প্রায় সমানে সমানে নারী-পুরুষের সমাগম হয়। অনুষ্ঠানে কয়েক জোড়া ফরাসি দম্পতিও যোগ দেয়। মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে হয় মধ্যাহ্নভোজ। বেলা ৩টার দিকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেন কাকলী সেনগুপ্তা ও পরিচালনা করেন প্রীতি সান্যাল। দীর্ঘ ২ ঘন্টার মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির মধ্যে কবিতা, ছড়া আবৃত্তি, ম্যাজিক পরিবেশন, রবীন্দ্র, নজরুল সংগীত, লালনগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, আধুনিক গান, গিটার ও হাওয়াই গিটার এবং পরিশেষে সমবেত সংগীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পরিবেশনা উপস্থিত শ্রোতামহলকে বেশ আবেগ আপ্লুত করে। যা বাংলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে লালন-পালন করার দীপ্ত বাসনা যোগাবে।

জহির হোসেন ভূঁইয়া, প্যারিস, ফ্রান্স

কু । য়ে । ত

ছোট ছোট কথা...

টিভি এবং আপনাদের বিভিন্ন সময়ের আলোচনা থেকে আমার এই ছোট্ট মনে যে প্রশ্ন উঁকি দেয় তা হলো পৃথিবীর কোনো দেশের জাতির পিতাকে নিয়ে এই রকম বিতর্ক কখনো হয়েছে বলে শুনিনি। অথচ আমাদের জাতির পিতাকে নিয়ে কেন এতো বিতর্ক? যতটুকু জানতে পারি আমরা ২৪ বছর পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের অধীনে ছিলাম। তারা কারণে-অকারণে আমাদের ওপর অত্যাচার করেছিলো। ঐ অত্যাচার, অবিচার থেকে বাঙালি জাতিকে মুক্ত করতে একটা নিজস্ব পতাকা এবং একটি স্বাধীন দেশ এনে দিতে যার নিঃস্বার্থ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ছিলো তিনি হলেন 'শেখ মুজিব'। সুধী, এখন আমার প্রশ্ন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা গান্ধীকে সেই ভারতের সর্বস্তরের জনগণ জাতির পিতা হিসেবে সম্মান করে এবং পাকিস্তানের জাতির পিতা হিসেবে জিন্নাহকে শ্রদ্ধাভরে সব সময় স্মরণ করা হয়। তবে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে কেন জাতির পিতা বলতে বিতর্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়? আমি কুয়েতের এই অনুষ্ঠান থেকে দেশের সবার প্রতি অনুরোধ করবো আমরা একটা স্বাধীন জাতি, আমাদের আছে একটা স্বাধীন দেশ। আরো আছে একটা অহঙ্কারের মতো সেই লাল সবুজ পতাকা পাইয়ে দেওয়ার পেছনে যতটুকু অবদান আমরা যেন প্রত্যেকে তাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। উল্লিখিত এই বক্তব্যটি ছিলো সোমনুর মুনির কুলালের। আমি তা আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আরো আশা করবো আমার প্রিয় পত্রিকা ২০০০ এই লেখাটির যথার্থ মূল্য দেবে।

A. Ashraf Chy, P.o.Box- 663 Code-15257, Souk Al Dakhly, Kuwait, Fax-00965 2424695
E-mail- ashraf_panna@hotmail.com

পঙ্গু অসহায় জাবের

সি । উ । ল

একটি দুর্ঘটনা ও একটি জীবন

একটি লোক বেঁচে থাকার তাগিদে কত কঠিন জীবনের সম্মুখীন হয়েছে তা কল্পনাও করা যায় না

সিউল ন্যাশনাল মেডিকেল হাসপাতালের ৮ নং ওয়ার্ডের ২৬ নং বেডে চিকিৎসাধীন। তার মাথায় ও পেটে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, এটা তার শরীরে ১৬তম অস্ত্রোপচার। এর আগে ৪ বছরে মোট ১৫ বার তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তার মুখমন্ডলে একাধিকবার অস্ত্রোপচারের ফলে, পূর্বের চেহারার সঙ্গে বর্তমান চেহারার কোনো মিল নেই। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে তার পায়ে আরেকটি অস্ত্রোপচার করতে হবে। এরপরও সে স্বাভাবিক জীবন তথা স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারবে কি না চিকিৎসকরা সে ব্যাপারে সন্দিহান। চিকিৎসকরা তার শরীরে অস্ত্রোপচার করতে করতে ক্লান্ত, কিন্তু ক্লান্ত হয়নি জাবের। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সেকি প্রচন্ড আকাঙ্ক্ষা। তার সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায়, এখনও তার মনোবলে এতোটুকু ফাটল ধরেনি। আশায় বুক বেঁধেছে জাবের। ৫ বার হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পরও সে হাঁটতে পারে না। তারপরও আশায় বুক বেঁধেছে, হয়তো এবারের অস্ত্রোপচারে সে হাঁটতে পারবে। কোমরের হাড় কেটে হাঁটুতে জোড়া দেওয়া হয়েছে, কোমরের হাড় পায়ে নিয়ে সে কি কখনো হাঁটতে পারবে? জাবের কোরিয়ায় খুব অল্প বেতনে চুক্তিবদ্ধ ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে থাকে। ১৯৯৭ সালে কোরিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে তার ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায়, সে বেকার হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় তার উপার্জিত অর্থ এতোই অল্প ছিলো যে, তা দিয়ে দেশে ফিরে কিছু করা সম্ভব না। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয় দেশে ফিরবে না। একটি রুম ভাড়া করে অপেক্ষা করতে থাকে একটি কাজের জন্য। ১ বছর অপেক্ষা করার পর কোরিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা ভালো হলে সিউল শহরের ২০ কি.মি উত্তরে নাম ইয়াংজু সিটিতে একটি ফার্নিচার ফ্যাক্টরিতে কাজ পায়, আর এখানেই ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। তৃতীয় তলা থেকে লিফ্‌টে করে ফার্নিচার নামানোর সময় লিফ্‌টের-এর শিকল ছিঁড়ে নিচে পড়ে যায়। মুহূর্তে ঘটে যাওয়া এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় রক্তাক্ত হয়ে যায় গোটা লিফ্‌ট। দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ সে চিকিৎসাধীন রয়েছে। এই চার বছরের প্রায় ৩ বছর কেটেছে হাসপাতালের বিছানায়। দুই অস্ত্রোপচারের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু দিনের জন্য হাসপাতাল থেকে বাধ্যতামূলকভাবে রিলিজ করে দিয়েছে। আর ঐ সময়টুকু কেটেছে তার চরম দুর্দশায়। কোথায় যাবে, কে দেবে আশ্রয়। কোথায় পাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই। অবশেষে বিভিন্ন গির্জায় মানবেতর দিন কাটিয়েছে। দেশে বর্তমানে প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণের জন্য ‘প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়’ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় কি পঙ্গু অসহায় জাবেরকে দেশে ফেরানো পরবর্তী চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে? কেউ জাবেরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে লেখকের ই-মেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

Mahbubul Alam (Liton), E-mail : malambogra@yaho.com

Mr. Javer, A/C No : 112-20-076314, Korean Frist Bank , National Medical Center, Branch- Seoul, S.Korea, Bank Tel No : 02-2278-6696

টো । কি । ও

ল্যান্ড মার্ক টাওয়ার

প্রযুক্তির বিস্ময়কর সব আবিষ্কার যেন জাপানিদের হাতেই মানায়

বিশ্বের দ্রুততম এলিভেটরগুলোর মধ্যে জাপানের ল্যান্ড মার্ক টাওয়ারের এলিভেটরটি অন্যতম। এটা দেখার সুযোগ তখন হলো যখন ছোট ভাই অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে জাপানে বেড়াতে এলো। কারণ কর্মব্যস্ত আর ব্যয়বহুল বলে উদ্যোগ ছাড়া দেখা হয় না। সাকুরাগুচো স্টেশন থেকে কিছুক্ষণ হেঁটে টাওয়ারের কাছে পৌছালাম। এই টাওয়ারের চারপাশের পরিবেশ অত্যাধুনিকভাবে পশ্চিমা ধাঁচে তৈরি করা হয়েছে। ইয়োকোহামা সাগরের তটকে কৃত্রিমভাবে ভরাট করে বিভিন্ন ধরনের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাগরের মোহনায় জাপানের হীনমারু নামক পুরাতন সমুদ্রগামী জাহাজ প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে। এই টাওয়ারটি ৭০তলা বিশিষ্ট। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসের ১৬ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। এর উচ্চতা ২৯৬ মিটার। এর ওজন হলো ৪৪,০০০ টন। এই টাওয়ারটি তৈরি করার জন্য ২,০০০,০০০ জন শ্রমিক কাজ করেছিলো। এর অন্যতম আকর্ষণ হলো দ্রুততম এলিভেটরটি। জন প্রতি ১০০০ ইয়েনের টিকেট কেটে এই টাওয়ারের ৬৯ তলায় অবস্থিত স্কাই গার্ডেনে পৌছানোর জন্য দ্রুততম এলিভেটরে প্রবেশ করলাম। এলিভেটর গাইড জাপানি ও ইংরেজি ভাষায় এই টাওয়ার ও এলিভেটরটির ব্যাখ্যা দিচ্ছিলো। ৪৩ সেকেন্ডে এই দ্রুততম এলিভেটরটি আমাদের ৬৯ তলায় অবস্থিত স্কাই গার্ডেনে পৌছে দিলো। এই স্কাই গার্ডেন থেকে চারদিকের দৃশ্য দেখার জন্য দূরবীণ ও গ্লাসের ব্যবস্থা আছে। এই গার্ডেনের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্নার থেকে ফুজি মাউন্টেনের চূড়া দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম কর্নার থেকে ২০০২ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল খেলা যে স্টেডিয়ামে হবে সেটা দেখা যায়, যার নাম ইয়োকোহামা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম। উত্তর-পূর্ব কর্নার থেকে ইয়োকোহামা-বে ব্রিজ দেখা যায়, দক্ষিণ-পূর্ব কর্নার থেকে চায়না টাউন দেখা যায়। রাতের অন্ধকারে এই উঁচু গার্ডেন থেকে আধুনিক তিলোত্তমা জাপানকে খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায়।

ল্যান্ড মার্ক টাওয়ার

রা নীলিমা
টোকিও, জাপান

নি উ ই য় র্ক

জমজমাট অনুষ্ঠান

প্রতিটা পার্বণেই নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসীরা মেতে ওঠে। কখনো মনে হয় যেন ঢাকায় বাস করছে

বাংলা নববর্ষ ১৪০৯ সালকে মহাসমারোহে বরণ করেছে শিশু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শিরি শিশু সাহিত্য কেন্দ্রের নিউইয়র্ক শাখা। এ উপলক্ষে গত ১৪ এপ্রিল (১লা বৈশাখ) এস্টোরিয়ায় আয়োজিত হয় এক মিলনমেলা এবং ছোটদের ও বড়দের অংশগ্রহণে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান চত্বরে শিশু-কিশোরদের কলকাকলী ও দেড় শতাধিক অভ্যাগত-অতিথির সরব উপস্থিতিতে এই প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানটি শুরু হয় অপরাহ্ণ একটায়। এতে প্রধান অতিথি ও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের সাবেক সভাপতি আখতার হোসেন এবং বার্নির সভাপতি ডক্টর মহসীন আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন মূলধারায় ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা মোরশেদ আলম, বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক রাব্বী মোঃ খোকন, মানবাধিকার নেতা রতন বড়ুয়া, শিশু সাহিত্যিক হাসানুর রহমান, উদয়ন শিল্পী গোষ্ঠীর সভাপতি টমাস দুলু রায় প্রমুখ। বক্তারা তাদের বক্তব্যে প্রবাসে বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে বাংলা নববর্ষ পালনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে শিরি শিশু সাহিত্য কেন্দ্রের সুন্দর আয়োজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও উপস্থাপক গোলাম মোস্তফার সুচারু উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয় 'এসো হে বৈশাখ' সমবেত সংগীতের মাধ্যমে। এরপর বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সমবেত ও একক সংগীতে অংশ নেয় ছোট বন্ধু প্রায়মা রহমান, প্রমা হাসান, ফারাহীন চৌধুরী, নাজিয়া নাঈম, নাহিয়ান সোবহানী, জেনিফার হাসান, সেজুতি, পলিন, রামিসা, মাহি, সৈয়দা সুস্মিতা, সৈয়দা ডায়ানা এঞ্জেলিকা, মালিহা, মাইশা, মারুফ আলী, সারাহ, জাহিন, স্নায়া লায়লা এবং আরও অনেকে।

বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জাতীয় সংগীতে অংশগ্রহণ করছেন শিরি সাহিত্য কেন্দ্রের শিল্পীরা

হাকিকুল ইসলাম খোকন
নিউইয়র্ক

প্যা রি স

নতুন কমিটি

সম্প্রতি প্যারিসে বিএনপির ইল দু ফ্রান্স আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়

সম্প্রতি প্যারিসে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন ফ্রান্স বিএনপি ববিনী শাখার সভাপতি সিরাজুর রহমান। পরিচালনা করেন মির্জান আলী (মির্জান)। আলোচনায় আংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব সিরাজুর রহমান, মোঃ লয়লুছ মিয়া, হাজী মোঃ হাবিব, খোকন চৌধুরী, সৈয়দ আহাম্মদ কবীর (রাজু), মির্জান আলী (মির্জান), ছালেহ আহাম্মদ চৌধুরী, শহীদ চৌধুরী, ছাব্বির খান, মোতালিব হোসেন প্রমুখ। ফ্রান্স বিএনপিকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে উপস্থিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মোঃ লয়লুছ মিয়া ও হাজী হাবিবকে আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক করে এগারো সদস্য বিশিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ইল দু ফ্রান্স আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে ছালে আহাম্মদ চৌধুরী, শহীদ চৌধুরী, খোকন চৌধুরী, সিরাজুর রহমান, ছাব্বির খান, মির্জান আলী (মির্জান), কামাল আহম্মেদ, মাহবুব খান (টিটু) ও মোঃ শওকত আলী।

নতুন কমিটির সদস্যবৃন্দ

Mirjan Ali
38, Rue Aubervilliers, 75019, Paris